বর্ষ: ১২ ■ সংখ্যা : ১ ■ সেপ্টেম্বর ২০১৩

শিক্ষা কল্যাণ বার্তা

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

শিক্ষকগণ মানুষ গড়ার কারিগর
তাঁদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতে
সরকার বদ্ধ পরিকর।
-প্রধানমন্ত্রী

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

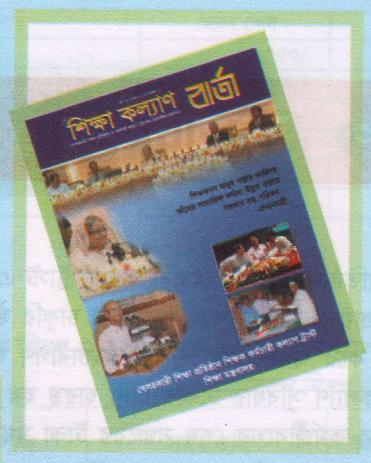

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

সম্পাদক

অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু

সম্পাদনা সহযোগী

মিসেস বিলকিস জাহান

এম. আরজু

সম্পাদকীয় কার্যালয়

শিক্ষা কল্যাণ বার্তা

শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

ব্যানবেইস ভবন

১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৯৬৬৮০১৫, ৯৬৬৮১৫০

ওয়েব সাইট : www.ngte-welfaretrust.gov.bd

এক নজরে কল্যাণ ট্রাস্ট

কল্যাণ ট্রাস্ট আইন অনুমোদন

১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতভাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাশ হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে গঠিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেই বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য "জাতীয় শিক্ষা কল্যাণ তহবিল" গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল।

প্রথম কমিটি গঠন

২৫ জুলাই ১৯৯০খ্রিঃ তারিখ শিক্ষা সচিবকে চেয়ারম্যান করে ১৪ সদস্য বিশিস্ট কমিটি গঠন করে।

কার্যক্রম স্থগিত

প্রতিষ্ঠার পর মাত্র ৭ মাস কার্যক্রম চালু থাকার পর ১৯৯১ সালের ২১ জানুয়ারি কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড স্থগিত করা হয়। ১৯৯১-১৯৯৬ বিএনপি'র শাসনামলে পুরো ৫ বছর কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড বন্ধ ছিল।

পুনরায় চালু

১৯৯৬খ্রিঃ এর জুন মাসে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৪.০৪.১৯৯৭খ্রিঃ সালে কল্যাণ ট্রাস্ট পূনরায় চালু করা হয়। এ বছরই মে মাস থেকে শিক্ষক কর্মচারীদের চাঁদা কর্তন শুরু হয়।

প্রথম আনুষ্ঠানিক চেক হস্তান্তর

১৩ মার্চ ১৯৯৮খ্রিঃ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অবসরপ্রাপ্ত ২৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কল্যাণ সুবিধার চেক তুলে দেন। ফলে কল্যাণ ট্রাস্ট পরিপূর্ণতা লাভ করে।

কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সিস্টেম উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মার্চ ২০১২ খ্রিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ৬ জন শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল সিস্টেমে কল্যাণ সুবিধার টাকা প্রদানের মধ্য দিয়ে এ সেবা উদ্বোধন করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ:

নভেম্বর ২০১২খ্রিঃ।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম বোর্ড সভা

৩১ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিঃ

সম্পাদকীয়

কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা চালু ॥ স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন

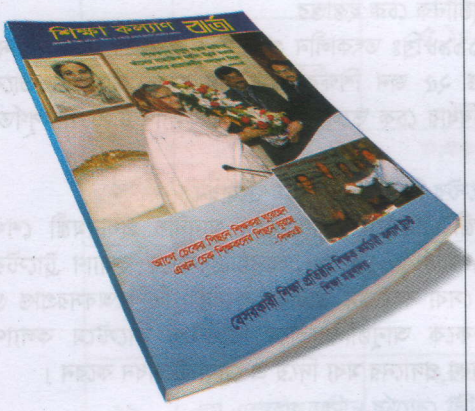

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ৬ লক্ষ শিক্ষক কর্মচারীর চাকুরি জীবনের শেষ আশ্রয়স্থল। চাকুরি জীবন শেষ করে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ তাদের সারা জীবন তিলে তিলে সঞ্চয় করা কল্যাণ সুবিধার টাকার জন্য দ্বারস্থ হয় কল্যাণ ট্রাস্ট কার্যালয়ে। এখান থেকে তাদের কর্মজীবনের শেষ সঞ্চয়ের টাকা যখন হাতে পান তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হন। অন্যদিকে যথাসময়ে টাকা না পেলে তাদের কষ্টের শেষ থাকে না। কল্যাণ ট্রাস্টে এমন এক সময় ছিল অবসর গ্রহণের পর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরে জুতার তলা ক্ষয় করতে হতো। অনেক শিক্ষক কর্মচারী জীবদ্দশায় কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। কল্যাণ ট্রাস্টের টাকার জন্য এখন আর বছরের পর বছর ঘুরতে হয় না। কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা বাড়িতে বসেই পাচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ। শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব জেলায় জেলায় গিয়ে এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়েও শিক্ষক কর্মচারীগণের হাতে কল্যাণ সুবিধার চেক তুলে দিচ্ছেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পাচ্ছেন কল্যাণ সুবিধার চেক। মুক্তিযোদ্ধা, হজ্বযাত্রী, অসুস্থ, কন্যাদায়গ্রস্ত, মৃত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় তড়িৎ কল্যাণ সুবিধার চেক প্রদান করা হচ্ছে।

কল্যাণ ট্রাস্টের সেবা আরো সহজতর করার লক্ষ্যে এখানে ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ নিজ বাড়িতে বসে কিংবা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র থেকে Online system এ তাদের কল্যাণ সুবিধার টাকার জন্য আবেদন নিজ বাড়িতে বসেই স্ব স্ব ব্যাংক একাউন্টে তাঁর প্রাপ্য টাকা জমা হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য এখনো পুরোপুরি ডিজিটাল প্রদান না করা গেলেও আমরা ডিজিটাল সেবা প্রদানের সুচনা করেছি। হয়ত অল্প সময়ের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ এর পুরো সুফল পাবেন। ফলে সময় ব্যয় করে এবং টাকা খরচ করে আর ঢাকায় আসতে হবে না, কারো কাছে ধর্ণা দিতে হবে না। নিজ বাড়িতে বসেই ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন।

বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের গত ৪ বছরে কল্যাণ ট্রাস্ট অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রায় ৪৭ হাজার শিক্ষক কর্মচারী মধ্যে ৫ শত ৭৭ কোটি টাকার চেক প্রদান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অথচ এর আগে গত ১২ বছরে ৬ জন সদস্য সচিব সর্বমোট ২৭৯ কোটি টাকা প্রদান করতে সক্ষম হয়।

বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার তথা বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট।

শিক্ষকরা সোনার মানুষ গড়ার কারিগর

প্রধানমন্ত্রী

[বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অন লাইন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ৬ মার্চ ২০১২খ্রি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'শাপলা হল' থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিটিভি'র ফুটেজটি সংগ্রহ করে তা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, A2I প্রজেক্টের পিডি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু'র বক্তব্যের অংশ বিশেষ পাঠকের উদ্দেশ্যে নিম্নে তুলে ধরা হলো।] -সম্পাদক

সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু'র বক্তব্য

"জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব বলেছিলেন- "বঙ্গবন্ধু ব্যাংকে টাকা নেই, রাস্তা ঘাট নেই, এত টাকা আমি কোথায় পাব"? বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "এত কথা আমি শুনতে চাই না। আমার সোনার বাংলা গড়ার জন্য- সোনার মানুষ চাই। আমার শিক্ষকরা পেটে ক্ষুধা রেখে ভাল শিক্ষা দিতে পারবে না। আমি চাই আমার শিক্ষকেরা পেট ভরে খেয়ে ক্লাসে যাক- সোনার সন্তান তৈরি করুক যারা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে"।"

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অবসর সুবিধা বোর্ডের অন লাইন ব্যবস্থাপনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানস কন্যা, ডটার অব পিস, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অবসর বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যাপক আসাদুল হক, উপস্থিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সারাদেশ থেকে আগত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সমবেত সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। স্বাধীনতার এই মাসে আজকের ঐতিহাসিক মুহুর্তে শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী আপনারা জানেন এদেশের বেসরকারি শিক্ষক সমাজ এক সময় চরমভাবে অবহেলিত ছিল। সারাজীবন শিক্ষাদান শেষে শূন্যহাতে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হতো। অবসর সময়ে তাদের কোন আর্থিক সুবিধা দেয়া হতো না। সে সময় ছাত্রছাত্রীরা চাঁদা উঠিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠান করতো। সেই বিদায় অনুষ্ঠানে তাদের হাতে তুলে দেয়া হতো তজবি, ছাতা ও জায়নামাজ প্রভৃতি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে এই শিক্ষকদের কথা চিন্তা করে কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর উৎসাহে সেই দিন কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কল্যাণ ট্রাস্টের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর সেই উদ্যোগ আর সফল হয়নি। সম্মানিত সুধীমন্ডলী আপনারা জানেন দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালে কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করা হয়। মাত্র সাত মাস কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম চলার পর ৯১ সালে কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বিএনপি সরকার ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড বন্ধ করে রেখেছিল। ১৯৯৬ সালে জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর আপনার নির্দেশে সেদিন কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরায় চালু করা হয়েছিল। ৯৭ সালে কল্যাণ ট্রাস্ট চালু হলে ৯৮ সালে আপনি ২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ ট্রাস্টের চেক দিয়ে কল্যাণ ট্রাস্টের পূর্ণতা এনেছিলেন। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ফলে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড আট মাস বন্ধ করে রেখেছিল। সম্মানিত সুধীমন্ডলী আপনারা জানেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ট্রাস্টকে আবার নতুন করে সাজানো হয়েছে। আবার নতুন করে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আমি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও মাউশি'র সম্মানিত ডিজি, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় রাতদিন পরিশ্রম করে কল্যাণ ট্রাস্টকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছি। এতদিন কল্যাণ ট্রাস্টের টাকার জন্য শিক্ষকদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হতো, জুতার তলা ক্ষয় করতে হতো। আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর সেই কল্যাণ ট্রাস্টের চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার নির্দেশে আমরা বাড়ি বাড়ি পৌছে দিয়েছি। শুধু তাই নয় অসুস্থ শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়ি বাড়ি ও হাসপাতালে চেক পৌছে দিয়েছি। বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ আবেদন করার মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা পাচ্ছেন। এক সময় কল্যাণ ট্রাস্টের দুর্নীতির সংবাদ ফলাও করে পত্রিকার শিরোনাম হতো। আজ কল্যাণ ট্রাস্টের সুনাম পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার নির্দেশে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি।

আজকে আমাদের কল্যাণ ট্রাস্টে দীর্ঘকাঙ্খিত ডিজিটাল সেবা চালু হতে যাচ্ছে। এতদিন আমাদের শত আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও পদ্ধতিগত কারণে কল্যাণ ট্রাস্টের সেবাকে আরো কাছে নিয়ে যেতে পারি নাই। কারণ একটি আবেদন গ্রহণ করার পর থেকে চেক দেয়া পর্যন্ত ১৪ থেকে ১৫টি ধাপ পার করতে হতো। একটা চেক ইস্যু করার পর তা ক্যাশ হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক কর্মচারীদের দুই থেকে তিন মাস অপেক্ষা করতে হতো। কিছুদিন পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি আমাদের সময় দিয়েছিলেন, আপনার সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাদের সমস্যার কথা শুনে আপনি A2I এর পিডি জনাব এন আই খান স্যারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কল্যাণ ট্রাস্টের সেবা কিভাবে আরো সহজতর করা যায় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। তারই অংশ হিসাবে আজ আমরা কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা চালু করতে যাচ্ছি। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে আপনি কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। এখন আর কল্যাণ ট্রাস্টের টাকার জন্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে না। আমরা অন লাইন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক কর্মচারীদের চেক বাড়ি বাড়ি পৌছে দেব। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এদেশের ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ লক্ষ শিক্ষক কর্মচারীর পক্ষ থেকে এবং এই ৬ লক্ষ শিক্ষক কর্মচারীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আজকে আমি দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সমবেত সুধীমন্ডলী, আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি কোন বিষাদের কথা বলতে চাই না। তবে একটি কথা না বললেই নয়। গত ১৯ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বর্তমান বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া একটি শিক্ষক সমাবেশে বলেছেন তিনি নাকি কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে এরশাদের আমলে। আমরা জানি বিএনপি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছর কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড বন্ধ করে রেখেছিল। তাতে আমাদের ৩০০ কোটি টাকা কল্যাণ ফান্ডে জমা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিএনপি ২০০২ সালে আমাদের কল্যাণ ট্রাস্টের আয়ের অন্যতম উৎস ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত বার্ষিক ৫/- (পাঁচ) টাকা চাঁদা কর্তন সংসদে আইন করে বন্ধ করেছিল। তাতে গত ১০ বৎসরে কল্যাণ ফান্ডে ৭৫ কোটি টাকা কম জমা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৪ সাল থেকে নতুন এমপিও বন্ধ করেছিল বিএনপি সরকার। ২০০৪ সাল থেকে কলেজ শিক্ষকদের ৮ বৎসর পর প্রদত্ত টাইম স্কেল বিএনপি সরকার বন্ধ করে রেখেছিল। তাতে করে ১৫০ কোটি টাকা আমাদের কম জমা হয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচ থেকে ছয়শত কোটি টাকার সংকট সৃষ্টি করেছে এই বিএনপি-র শিক্ষা সংকোচন নীতির কারণে। অথচ খালেদা জিয়া যখন বলেন তিনি কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়।

সমবেত সুধীমন্ডলী, আজ আশার কথা হল আমাদের কাঙ্খিত টাইম স্কেল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চালু হয়েছে। শিক্ষকদের এমপিও আবার চালু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ১৬২৬টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভূক্ত করা হয়েছে। এখানে যারা মাদ্রাসা শিক্ষক আছেন তারা জানেন দাখিল মাদ্রাসার সুপার ও আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে কল্যাণ ট্রাস্টের আয় আবার নতুন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ড সংকট নিরসনের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মাননীয় শিক্ষা সচিব ও আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান সর্বাত্মকভাবে আমাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা চেষ্টা করছি কল্যাণ ট্রাস্টকে একটি আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। যাতে করে আমরা আমাদের আয় দিয়ে চলতে পারি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সব শেষে যে কথাটি আমি বলতে চাই- আপনি জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা। এদেশের মানুষের দোয়ায় পাঁচাত্তরের সেই নির্মম হত্যাযজ্ঞ থেকে আপনি বেচেঁ আছেন। ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা করে আপনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আমিও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এদেশের মানুষের সেবা করার জন্য আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপনার বাবা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক নির্দেশে এদেশের প্রায় ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন এবং শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার। আমরা শুনেছি স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও যখন বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের জন্য অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব বলেছিলেন- "বঙ্গবন্ধু ব্যাংকে টাকা নেই, রাস্তা ঘাট নেই, এত টাকা আমি কোথায় পাব"? বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "এত কথা আমি শুনতে চাই না। আমার সোনার বাংলা গড়ার জন্য- সোনার মানুষ চাই। আমার শিক্ষকরা পেটে ক্ষুধা রেখে ভাল শিক্ষা দিতে পারবে না। আমি চাই আমার শিক্ষকেরা পেট ভরে খেয়ে ক্লাসে যাক- সোনার সন্তান তৈরি করুক যারা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে"। আপনি সেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমরা জানি আপনি শিক্ষকদের কথা চিন্তা করে স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই বেতন স্কেল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আপনি চিরদিন এদেশের শিক্ষক সমাজের মধ্যে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। চিরদিন আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সবশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, A2I কর্তৃপক্ষ, সমবেত সুধীমন্ডলী, সারা বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী'র বক্তব্য

"সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় বই পৌছে দেয়ার জন্য ৯ হাজার ট্রাক ব্যবহার করতে হয়েছে এবং সেই সময় একজন বলেছিলেন, যে বই বিতরণ করা হয়েছে সেগুলি যদি একটি একটি করে আমরা সাজিয়ে রাখতাম তাহলে এর দূরত্ব হতো ষাট হাজার কিলোমিটারের উপরে। যার ফলে সারা পৃথিবী পরিভ্রমন করে আসা যেত।"

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অনলাইন আবেদন ব্যবস্থাপনার এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ... আজকের দিনটি আমাদের জন্য শুধু আনন্দের নয়, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও বটে। আজ বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা অনলাইন সেবা ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম আগামী দিনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যাশা এবং আকাঙ্খার বাতিঘর, এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সফল এবং সচল করার জন্য ইতোমধ্যে আপনি যে অবদান রেখেছেন শিক্ষক সমাজ কৃতজ্ঞতার সাথে তা স্বরণ করে। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, আমাদের সময় দিয়েছেন এবং তাঁর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে আমরা গৌরবান্বিত।

এজন্য শিক্ষক, কর্মচারী এবং সকলের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল ৭ মার্চ এবং আজ ৬ তারিখ আমি গভীর আবেগের সঙ্গে ৭ মার্চের উত্তাল সময়ের কথা স্বরণ করছি। আমি নিজে তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম এবং আমার মনে আছে যে, ৭ই মার্চের যে বিশাল জনসমুদ্র এখন ছবিতে আমরা দেখি সেই জনসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আজ আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্বরণ করছি লুকায়িত বাংলার স্বপ্ন ও আকাঙ্খার প্রতীক সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তীতে সত্যিকার অর্থে শিক্ষকদের কল্যাণের জন্য যে স্বপ্ন বীজ সেটি রোপিত হয়েছিল তাঁর হাতে। তিনি স্বাধীনতা পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রাণসঞ্চার করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আজকে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুনগত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার কর্মপ্রয়াশ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে আপনারা জানেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এই সরকারের সময়, সম্ভবত আর কখনো এই ধরনের বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছি, ২০০৯ সালে ১৯ কোটি পরবর্তীতে ২৩ কোটি এবং গত বছরও ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। সারা পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নাই।

পহেলা জানুয়ারিকে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব আনন্দ দৃশ্য আমরা দেখেছি আমি মনে করি এটি আগামী দিনে সারা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল বিপুল ভূমিকা রাখবে। একটি বিষয়, আমরা শুধু মাত্র যে বই পুস্তক বিতরণ করেছি তা নয়, এর পিছনে বিশাল বিপুল শ্রম আমাদের শিক্ষক থেকে শুরু করে সকলে দিয়েছেন। সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় বই পৌছে দেয়ার জন্য ৯ হাজার ট্রাক ব্যবহার করতে হয়েছে এবং সেই সময় একজন বলেছিলেন, যে বই বিতরণ করা হয়েছে সেগুলি যদি একটি একটি করে আমরা সাজিয়ে রাখতাম তাহলে এর দূরত্ব হতো ষাট হাজার কিলোমিটারের উপরে। যার ফলে সারা পৃথিবী পরিভ্রমন করে আসা যেত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় যে শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে, সেই শিক্ষানীতিতে একটি আধুনিক মানসম্মত ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের সাধারণ Education নয় আমাদের মাদ্রাসা Education কে ও আধুনিক মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে এবং মাদ্রাসা Education এর ক্ষেত্রে ICT Education নিশ্চিত করা হচ্ছে। আমাদের যে পাঠ্যক্রম, সেই পাঠ্যক্রমের মধ্যে আমরা পরিবর্তন সাধন করেছি।

২০১৩ সালে আমাদের নতুন পাঠ্যক্রমে সারা বাংলাদেশে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা হবে। ইতোমধ্যে ICT ক্লাস চালু করেছি, আমরা শুরু করেছি অর্থাৎ এর আগে এভাবে বাধ্যতামূলক ছিল না, সেটা এবার নতুন করে শুরু হয়েছে। ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাঝে তুলে ধরেছেন। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিংহভাগ কাজ ইতোমধ্যে ডিজিটাল করা হয়েছে, আজকে আমরা ফলাফল দিচ্ছি অন লাইনে এবং ৬০ দিনের মধ্যে। গত বছর H.S.C-র পরীক্ষার ফলাফল ৫৫ দিনে দেয়া হয়েছে। আমাদের JSC পরীক্ষার ফলাফল ৩৭ দিনের মধ্যে দিচ্ছি। এতে যে গুনগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেটা হল যে ইতোমধ্যে আমাদের যে সব জট ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে এটা কিন্তু কমে গেছে। আগে শুধু বইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, দেখা যেত যে, ফেব্রুয়ারি-মার্চের আগে ক্লাস শুরু করা যেত না। আজকে কিন্তু পহেলা জানুয়ারিতে ক্লাসগুলি শুরু করা যাচ্ছে, সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে এ বিশাল পরিবর্তন যেটা শুরু হয়েছে আগামী দিনেও এর গুনগত পরিবর্তন দেখতে পাবো শিক্ষা ক্ষেত্রে। আমাদের টেকনিক্যাল Education এর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী National Skill Development এর প্রধান। এই পলিসির মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এবং আমাদের বেসরকারি উদ্যোক্তা যারা আছে সকলের সহযোগীতায় সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের শ্রম বাজার এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় এরকম একটা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কাজ করছি এবং এটি কিছুদিন আগে মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে আমরা সত্যিকার অর্থে শুধু এই বাংলাদেশে শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত আমাদের দক্ষ জনশক্তি বরং সারা পৃথিবীতে দক্ষ জনশক্তি এগিয়ে দিতে পারবো। আমাদের একটা প্রত্যাশা আছে আগামী দিনগুলিতে প্রয়োজন হলে ১০০ বৎসরের জন্য একটা পরিকল্পনা সামনে নিয়ে অগ্রসর হওয়া, যাতে করে সারা পৃথিবীতে আমাদের দক্ষ জনশক্তি ছড়িয়ে দিতে পারি। সেই উদ্যোগটা আমরা নেবো। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ এমপিওভূক্ত শিক্ষক কর্মচারী আছেন তারা দীর্ঘদিন যাবৎ নানা অবহেলার শিকার। আপনারা জানেন যে, এমপিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল, বর্তমান সরকার সেটি আবারো চালু করেছে। ইতোমধ্যে ১৬২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই সরকারের সময় আবার নতুন করে এমপিওভূক্ত করা হয়েছে। কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড, এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল ইতোমধ্যে আমাদের সদস্য সচিব দু'জন এই সম্পর্কে তারা তাদের বক্তব্যে বলেছেন। আমরা এখানে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে তাদের টাকা পয়সা না নিয়ে ফেরৎ গেছেন অর্থাৎ তারা মারা গেছেন কিন্তু তাদের অবসর সুবিধার টাকা পাননি কল্যাণের টাকা পাননি । আমরা এখন এটাকে সুবিন্যস্ত অবস্থায় এনেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, হজ্বযাত্রী এবং অসুস্থদের অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আমরা কাজ করছি। আমরা ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছি। সব মিলিয়ে আমি মনে করি অদূর ভবিষ্যতে এর সুফল পাবো। এই দুটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এক সময় কথা হতো শিক্ষকরা চেকের পিছনে ঘুরে এবং এই চেকের পিছনে ঘুরতে গিয়ে বহু শিক্ষক হয়রানি হয়েছেন। আমরা এখন বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন চেক শিক্ষকের পিছনে ঘুরছে। আমরা আশা করি অন লাইন সেবার ফলে দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। যদি ফলপ্রসু ও সেবা প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সারা বাংলাদেশকে আজকে সত্যিকার অর্থে আগামী দিনে মধ্যম আয়ের একটি দেশ, সমৃদ্ধ মানবীয় গুণ সম্পন্ন বাংলাদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই জায়গায় আমরা পৌছাতে পারবো। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য আলাদা কোন জায়গা নাই, তাদের ব্যানবেইস ভবনে আপাতত একটা জায়গা দিয়েছি এবং সেখানে স্থানসংকুলানের যথেষ্ট সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু অনেক কাগজপত্র সেখানে রাখতে হয়, শিক্ষকদের একটা দাবি আলাদা একটা শিক্ষা ভবন তৈরি করা। অফিসের ব্যবস্থার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছি, ভবিষ্যতে প্রস্তাবনা আকারে আপনাকে দিব। আমরা মনে করি আগামী দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা পাবো, বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একটা সহায়তা পাবো আমরা আশা করি। A2I প্রজেক্টের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই যখন আমরা তাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম তারা সর্বোতোভাবে, সহায়তা দিয়েছে এবং তাদের সহায়তার ফলেই আমাদের পক্ষে আজকে অন লাইন কার্যক্রম এইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করা সম্ভব হচ্ছে। আমি বিশেষ করে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ও তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই তাদের সকলের এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের আন্তরিক চেষ্টার ফলে এই ধরনের বিশাল বিপুল উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর উপস্থিতি আগামী দিনে আমাদের জন্য উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা হবে এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আপনারা সকলে ভাল থাকবেন। বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ এর বক্তব্য :

"এটা আর ভবিষ্যত থাকবে না আজকেই উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা কথা দেন তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে জনগণ কিছু পায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে জানতে চান, শিক্ষা সচিব বর্ণনা দিয়েছেন। আপনাদের বেতন বৃদ্ধি চাওয়া লাগে নাই, আলাদা আন্দোলন করা লাগে নাই। জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ে অন লাইন সিস্টেম চালু আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশতো এটাই একজন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোককে দক্ষ নাগরিকে পরিবর্তন করবো, কিভাবে টেকনিক্যাল ট্রেনিং দিয়ে অর্থাৎ প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই সে কিন্তু দক্ষ নাগরিক হিসাবে তৈরি হবে।"

বেসরকারি শিক্ষক কার্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অন লাইন ব্যবস্থাপনা শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, এটুআই এর ন্যাশনাল ডাইরেক্টর, ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার, স্বপ্নদ্রষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, উপস্থিত সম্মানিত শিক্ষা সচিব, শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অবসর বোর্ড প্রতিষ্ঠানের দুইজন সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও অধ্যক্ষ আসাদুল হক। উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ, মাননীয় সচিববৃন্দ ও শিক্ষকনেতৃবৃন্দ সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের দিনটি ৬ই মার্চ স্বাধীনতার মাস আমাদের জন্য বিশেষ করে শিক্ষার সাথে যারা জড়িত তাদের কাছে সত্যিকার অর্থে একটা যুগান্তকারী দিন বা ঘটনা। কেননা আমরা কিছুক্ষণ আগে যে ডকুড্রামাটা দেখলাম এই ডকুড্রমাটা বাস্তবজীবনে আমি আমার শিক্ষক চাচার ক্ষেত্রে দেখেছি অর্থাৎ পেনশন সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুরতে ঘুরতে আলটিমেটলি হি ডাইড পেনিলেসলী এটা বাস্তব, ড্রামা নয়। এটা আর ভবিষ্যত থাকবে না আজকেই উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা কথা দেন তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে জনগণ কিছু পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে জানতে চান, শিক্ষা সচিব বর্ণনা দিয়েছেন। আপনাদের বেতন বৃদ্ধি চাওয়া লাগে নাই, আলাদা আন্দোলন করা লাগে নাই। জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ে অন লাইন সিস্টেম চালু আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশতো এটাই একজন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোককে দক্ষ নাগরিকে পরিবর্তন করা, কিভাবে টেকনিক্যাল ট্রেনিং দিয়ে অর্থাৎ প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই সে কিন্তু দক্ষ নাগরিক হিসাবে তৈরি হবে। বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে A2I প্রোগ্রাম আরো বেশি করে প্রচার করা দরকার। A2I কি কি করেছে অর্থাৎ সবগুলো জিনিস গুছিয়ে আমাদের প্রচার করা দরকার। এসবের সার্বিক নেতৃত্বে আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তার নির্দেশনা মতে আমরা সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তাই প্রাথমিক লেভেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমরা অনেক পরিবর্তন এনেছি। শিক্ষাকে যুগপযোগী করা হয়েছে। সততা ও স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে বই বিতরণ আমরা করেছি। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। জনগনের কষ্ট লাঘব করাই আমাদের একমাত্র কাজ ও প্রত্যাশা। এই প্রতিষ্ঠান দুইটির কার্যক্রম অন লাইন সেবা চালু হয়েছে, শিক্ষক কর্মচারীদের কষ্ট লাঘব হবে, তাদের কল্যাণের টাকা পাবেন এই কামনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ A2I এর প্রোগ্রামের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খানের বক্তব্য :

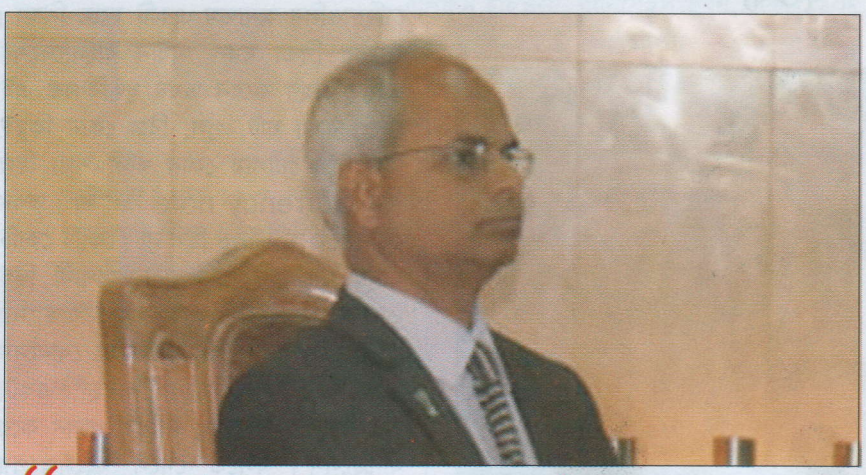

"অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু'র আন্তরিকতায় ও সততায় মুগ্ধ হয়েছি, তার জন্য এতো দ্রুত কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই ধরনের লোক যদি বাংলাদেশে প্রতি এলাকায়, প্রতি ডিপার্টমেন্টে থাকে, প্রতি মন্ত্রণালয়ে থাকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত করতে খুব বেশি সময় লাগবে না।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, ... । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ আপনি এমন একটি শ্রেণীর দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব করছেন। যাদের সম্পর্কে আজ থেকে চার হাজার বৎসর আগে সময়ের সভ্যতার সময়ে আবিস্কৃত একটি বিদ্যালয়ে পাথরে আককাদিও ভাষায় লেখা ছিল আমি মাত্র দুইটি লাইন অনুবাদ করে শুনাচ্ছি "এখানে যারা চক্ষু মুদিত অবস্থায় আসে, বেরিয়ে যাওয়ার সময় চক্ষু খুলে যায়"। এই চক্ষু খোলার কাজ যারা করেন তারা আর কেউ নন-শিক্ষকবৃন্দ। এখন থেকে তারা UIC থেকে বা স্কুল থেকে কিংবা যে কোন Connected Computer থেকে দরখাস্ত করতে পারবেন তাদের একাউন্টে পেনশন বা কল্যাণের টাকা চলে যাবে। দরখাস্ত ছিড়ে ফেলার সুযোগ নাই, গায়েব করার কোন সুযোগ নাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার নির্দেশনার সুফল তাঁরা ভোগ করবেন। তাই আপনাকে সকলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় উপদেষ্টা আপনি অসুস্থ অবস্থায় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এতে আপনার আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। আপনার অংশগ্রহণে আমরা আনন্দিত, অনুপ্রাণিত।

আমি Rechard Branchon এর একটি বই পড়েছিলাম তারা বলছে- "তুমি কি কাজ করছো সেটা দেখার কোন দরকার নাই। তুমি দেখবে সুনির্দিষ্ট সময় কি ফল বের হয়"। আমরা এর আগের মাসে, ভাষার মাসে বাংলায় এসএমএস চালু করেছি। আর স্বাধীনতার মাসে শিক্ষক কর্মচারীগণ পেনশন ও কল্যাণ ভাতা দ্রুত পাওয়ার অধিকার পেতে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশের ফসল। প্রিয় সচিব মহোদয়, আপনি জানেন Alfa Adision বৈদ্যুতিক বাতি আবিস্কারের সময় কতক্ষণ একনাগারে আলো দিতে পেরেছিল। আপনি জানেন Markony রেডিও আবিস্কারের সময় তার আওতা কত কিলোমিটার ছিল, আপনি জানেন Right Brother প্লেন আবিস্কারের পর আলৌকিক মহাসাগর পাড়ি দিতে কত বছর লেগেছিল। আপনি জানেন কোন একটা নতুন বিষয় তাকে নারাচারা করতে হয়, আপনি বলেছেন আপনি সর্বত্র চেষ্টা করবেন। এটি আরো উন্নত করার জন্য আপনার এই কমিটমেন্টের বিষয়টি আরো উন্নত হবে সিস্টেমটি চালু থাকবে উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। আপনি বলেছেন আপনি বিষয়টির প্রতি সচেষ্ট নজর রাখবেন। আপনার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ।

আজ যার কথা না বললে অন্যায় হবে তিনি মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা, প্রথম যেদিন হঠাৎ করে সচিবালয়ে সভা করতে গিয়েছিলাম অল্প সময়ের ভেতরে তিনি সাথে সাথে সবাইকে জোগার করে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দিয়েছিলেন। তিনি এ কাজে প্রথমদিনের শুরু থেকে সহায়তা দিয়ে এসেছেন, তাকেও ধন্যবাদ। বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু'র আন্তরিকতায় ও সততায় মুগ্ধ হয়েছি, তার জন্য এতো দ্রুত কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই ধরনের লোক যদি বাংলাদেশে প্রতি এলাকায়, প্রতি ডিপার্টমেন্টে থাকে, প্রতি মন্ত্রণালয়ে থাকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। বেসরকারি অবসর সুবিধা বোর্ড এর সদস্য সচিব আসাদুল হক এর প্রতি কৃতজ্ঞতা তার সহায়তার জন্য। তার সহায়তা ছাড়া এটি করা সম্ভব ছিল না। আগামীতে যাতে কাজটি চলতে থাকে সে ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন। তাকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই সকল শিক্ষক মন্ডলীকে যারা এই সুবিধা নিবেন অন্যদেরকে সুবিধার কথাটি জানাবেন। নিজেরা এখন থেকে দরখাস্ত কম্পিউটারে লেখা শিখবেন, চালানো শিখবেন। আমরা দেখেছি প্রায় ৮০% স্কুলে কম্পিউটার আছে সকল প্রধান শিক্ষকগণ একটি মডেম কিনে নেন। সেখান থেকে তারা দরখাস্ত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাধ্যমে আহবান জানাচ্ছি। এছাড়াও ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র আছে। পোস্ট অফিস থেকেও এই কাজ করতে পারবেন, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সকল পোস্ট অফিসগুলোতে ই-পোস্ট অফিস হিসেবে করার জন্য একটি প্রকল্প পাশ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি আর একটি প্রকল্প পাশ করেছেন যেটিতে ২০,৫০০ স্কুলের প্রতিটিতে একটি কম্পিউটার, একটি প্রজেক্টার, একটি মাল্টিমিডিয়া ও একটা মডেম দেওয়া হচ্ছে। এটা একেবারে A2I এর আবিস্কার বলা যায়। এই মডেলটি আমাদের। আমাদের এটা দেখে আফ্রিকা, ইন্ডিয়াসহ অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের মত বুড়োলোকদেরকে আর করতে হবে না। যারা ইয়াং তারা আরো দ্বিগুন গতিতে, বিদ্যুৎ গতিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আমাদের ঘরে ঘরে পৌছে দিবে। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ।